নির্বাচনী আচরণবিধির সঙ্গে প্রার্থীদের অস্ত্র বহনের সংঘাত নেই: ইসি সচিব

সংগৃহীত ছবি

নির্বাচনী নিরাপত্তা ও প্রার্থীদের সুরক্ষা ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন নমনীয় অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা বর্তমান আচরণবিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। প্রয়োজনে আচরণবিধিতে সংযোজন বা সংশোধন আনার সুযোগ রয়েছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এখনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা না হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা হবে বলে জানান ইসি সচিব।

নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক প্রসঙ্গে আখতার আহমেদ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। এর আওতায় ইইউর একটি পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে আসবে। দলটির নেতৃত্বে থাকবেন আইভার্স ইজাবস এবং মোট পর্যবেক্ষকের সংখ্যা হতে পারে ১৭৫ থেকে ২০০ জন।

তিনি আরও জানান, ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী পর্যবেক্ষক দলকে প্রয়োজনীয় সুবিধা দেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত প্রটোকল অনুসরণ বাধ্যতামূলক। পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য তারা কিছু প্রযুক্তিগত সরঞ্জামও সঙ্গে আনতে পারেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনার পর সরকার রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ও রিটেইনার নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা জারি করে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকার স্বীকৃত রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থী এবং যাচাইকৃত নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আয়কর সংক্রান্ত কিছু শর্ত শিথিল রাখার কথাও উল্লেখ রয়েছে।